ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৫
জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইছতিসনা বিনিয়োগঃ মূলনীতি ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান*

Istisnā‘ Investment in Islamic Banking: Analyses of Principles and Application

ABSTRACT

In contemporary Islamic Banking Industry istisnā‘ as an investment product has gained familiarity. Istisnā‘ (عقد الاستصناع) can be defined as a contract to construct something within a stipulated timeframe and in a certain manner. Istisnā‘ contract is appropriate for provioing liquidity for construction projects which has been proposed or is in the process of being built. In many countries nowadays large construction projects including power plants, airports, seaports, highways etc. are financed using istisnā‘ contract. This paper aims to discuss and analyze the definition of istisnā‘ its legal analyses, application and investment sectors of istisnā‘ in Islamic Banking system. Employing descriptive and analytical methods, the paper facilitating the understanding of various key issues related to istisnā‘ and its practical application by Islamic banks and financial institutions as well as procedures of issuing and investing istisnā‘ sukūk.

Keywords: Istisnā‘; istisnā‘ investment; Islamic banking; infrastructural development; istisnā‘ sukūk.

সারসংক্ষেপ

সমসাময়িক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ সেবা হিসেবে ‘ইছতিসনা বিনিয়োগ’ অতি পরিচিত একটি নাম। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোন কিছু নির্মাণকল্পে অনুরোধ কিংবা চুক্তি করার নাম হচ্ছে ইছতিসনা (عقد الاستصناع)। পরিকল্পনাধীন কিংবা নির্মাণাধীন কোন

* পিএইচডি গবেষক, ফিক্‌হ ও উসূল আল-ফিক্‌হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রকল্পে প্রয়োজনীয় তারল্য সরবরাহ করার জন্য ইছতিসনা চুক্তি একটি উপযুক্ত মাধ্যম। অনেক দেশেই বর্তমানে পাওয়ার প্লান্ট, বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর ও মহাসড়কসহ বড় বড় প্রকল্পে ইছতিসনা চুক্তির মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইছতিসনা চুক্তির পরিচয়, আইনী পর্যালোচনা, বাস্তবিক প্রয়োগ, ইসলামী ব্যাংকিং এ ইছতিসনার আলোকে বিনিয়োগের খাত ইত্যাদি বিষয় আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে ইছতিসনার বিভিন্ন অনুষঙ্গ অবগত হওয়ার পাশাপাশি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষত ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানে এর বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি এবং ইছতিসনা সুকূকের ইস্যু ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া জানা যাবে।

মূলশব্দ: ইছতিসনা; ইছতিসনা বিনিয়োগ; ইসলামী ব্যাংকিং; অবকাঠামোগত উন্নয়ন; ইছতিসনা সুকূক।

ভূমিকা

আধুনিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইছতিসনা চুক্তির গুরুত্ব ও ব্যবহার অপরিসীম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বড় বড় নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে ইসলামী ব্যাংকগুলো ইছতিসনা বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তহবিলের যোগান দিচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প কারখানা স্থাপন, মহাসড়ক, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও জাহাজ নির্মাণ এবং পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনসহ বড় বড় প্রকল্পে ইছতিসনা বিনিয়োগের প্রয়োগ হয়ে থাকে। তাই ইছতিসনা'র পরিচয়, মূলনীতি, আইনী আলোচনা, বাস্তব প্রয়োগ, ইসলামী ব্যাংকিং এ ইছতিসনার আলোকে বিনিয়োগ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে।

সাধারণত ইছতিসনা বলতে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতিতে কোন কিছু তৈরি করে দেয়ার আদেশ, অনুরোধ কিংবা চুক্তি ইত্যাদি বুঝায়। প্রাচীনকাল থেকেই এটি প্রচলিত ছিল। কোন জনগোষ্ঠীর মাঝে যখন কেউ বিশেষ কোন কিছু তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করত, তখন জাতির সবাই উক্ত বস্তুটি তৈরিকল্পে তার শরণাপন্ন হত এবং বিনিময়ে উক্ত ব্যক্তি তার প্রয়োজনের নিরিখে অপর কোন বস্তু গ্রহণ করত। বর্তমানেও এ ধরনের বিনিময়ের প্রচলন রয়েছে। টাকা কিংবা মূল্যবান অন্য কোন বস্তুর বিনিময়ে প্রয়োজনীয় কিছুর নির্মাণে এখনো মানুষ সংশ্লিষ্ট দক্ষ কারিগরের দ্বারস্থ হয়। অলস বসে না থেকে কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতে এবং বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপরকণ অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে কিংবা প্রয়োজনীয় শ্রম দিতে ইসলামে সর্বদা উৎসাহ দেয়া হয়েছে। রাসূল স. বলেন:

إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه

আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন যখন তোমরা কোন কাজ করবে তা সর্বোত্তম উপায়ে করবে।[১]

১. আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাক্বী, *শু'আবুল ঈমান*, অধ্যায়: আল-আমানাত, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০০, হাদীস নং ৫৩১২, খ. ৪, পৃ. ৩৩৪

আর তা কৃষি, শিল্প, কারিগরী কিংবা যে কোন প্রয়োজনীয় কাজ হতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজের কাজ নিজে করতেন।

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

আর আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই মর্মে আদেশ প্রদান করত: হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষীসকল তোমরাও। আর আমি তার জন্য লৌহকে নরম করে দিলাম। (তাকে আমি বলেছিলাম যে, উক্ত বিগলিত লোহা দ্বারা) তুমি প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর এবং সেগুলোর কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর, (কিন্তু এ শিল্পগত কলাকৌশলের পাশাপাশি) তোমরা তোমাদের সৎকর্মও অব্যাহত রাখ। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আমি তা দেখতে পাই।[২]

উক্ত আয়াতের সমর্থনে রাসূল স. বলেন:

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده

মানুষ যা ভক্ষণ করে তন্মধ্যে সর্বোত্তম খাদ্য হচ্ছে যা সে নিজ হাতে উপার্জন করে। আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজ হাতের উপার্জিত খাবার দিয়ে আহার করতেন।[৩]

ইবনে হাজার (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, "দাউদ আ. কামার ছিলেন। তিনি লোহা গলিয়ে বর্ম, ঢাল, তরবারি ইত্যাদি নির্মাণ করতেন। এছাড়াও আদম আ. কৃষিকাজ, নূহ আ. কাঠমিস্ত্রি এবং ইদ্রিস আ. সেলাইকর্ম করতেন।"[৪] ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, রোম, পারস্য, ইয়ামেন ইত্যাদি জনপদেও শিল্প, নির্মাণকর্ম, কারিগরি এসবের প্রচলন ছিল। মাযহাবের বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলের স. যুগেও ইছতিসনা পদ্ধতি চালু ছিল।[৫] রাসূলুল্লাহ স. তাঁর জন্য একটি মিম্বার ও সিলমোহর (মোহরাঙ্কিত আংটি) তৈরি করে দিতে জনৈক কারিগরকে অনুরোধ করেছিলেন।[৬] শামসুল আইয়িম্মাহ

২. আল-কুরআন, ৩৪ : ১০, ১১

৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব আল-বুয়ু', বাবু কাসবুর রাজুল ওয়া আমালুহু বি ইয়াদিহি, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০২, হাদীস নং ২০৭২, খ. ২, পৃ. ১০

৪. ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭, খ. ৪, পৃ. ৩৮৪

৫. নাসের আহমাদ ইব্রাহীম আন্-নাশওয়ী, *আহকাম আক্দ আল-ইছতিসনা ফি আল-ফিক্হ আল-ইসলামী*, আলেকজান্দ্রিয়া: দারুল জামে'য়া আল-জাদীদাহ, ২০০৫, পৃ. ৮৭

৬. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, বাব আল-ইসতিআনাহ বি আন্-নাজ্জার ওয়া আস্-সুন্নাআ ফি আওয়াদিল মিম্বার ওয়াল মাসজিদ, বাব খাওয়াতীম আয্-যাহাব, এবং বাব

আস-সারাখসী (মৃ. ৪৯০ হি.) বলেন, "এতে কোন দ্বিমত নেই, ইছতিসনা তথা বিভিন্ন বস্তু তৈরির ফরমায়েশ দানের রীতি রাসূলের সা. যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধিও চালু রয়েছে।"[৭]

ইছতিসনার সংজ্ঞা ও পরিচয়

আভিধানিক অর্থে ইছতিসনা (استصناع) শব্দটি 'সিনা'আত' (صناعة) থেকে এসেছে, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার অর্থ, শিল্প, নির্মাণ ইত্যাদি। সুতরাং ইছতিসনা (ইসতিফআল এর আলোকে) শব্দের অর্থ হচ্ছে, কোন কিছু নির্মাণ করার জন্য অনুরোধ করা কিংবা সংশ্লিষ্ট নির্মাতার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।

ইছতিসনার পারিভাষিক সংজ্ঞায় বিভিন্ন মত পাওয়া যায়, যা মূলত ইছতিসনা চুক্তির প্রকৃতি এবং অন্তর্নিহিত অর্থের ভিন্নতার উপর নির্ভরশীল। কেউ কেউ মনে করেন, ইছতিসনা কোন বিনিময় চুক্তি নয়; বরং সংশ্লিষ্ট দু'পক্ষের মধ্যকার প্রতিশ্রুতি, যা প্রস্তাবনা (ইজাব) এবং সম্মতির (কবুল) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, উভয় পক্ষ তা পালন ও বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। অপরদিকে কতক স্কলারের বক্তব্য হচ্ছে, ইছতিসনা বিনিময় চুক্তি; কিন্তু এর বাস্তবায়ন উভয় পক্ষের উপর আবশ্যক নয়, বরং প্রয়োজনের আলোকে তারা এ চুক্তি বাতিল করতে পারবে।

হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে ইছতিসনা একটি স্বতন্ত্র চুক্তি, যা অপরাপর চুক্তি থেকে ভিন্ন। যদিও সালাম চুক্তির (عقد السلم) সাথে ইছতিসনার কিছুটা মিল রয়েছে, কিন্তু এটি সালাম[৮], ছারাফ[৯] ইত্যাদি চুক্তি থেকে ভিন্ন একটি স্বতন্ত্র চুক্তি। সালাম চুক্তির ন্যায় ইছতিসনা চুক্তিতেও বিক্রিত বস্তু সংক্রান্ত ইসলামের সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ইসলামী আইনে বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ, সালাম ও ইছতিসনার ক্ষেত্রে বিক্রিত পণ্য বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও সর্বজনের প্রয়োজন বিবেচনায় তা বৈধ করা হয়েছে এবং উক্ত বৈধতার উপর মুসলিম মনীষীগণ সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১০]

খাতম আল-ফিদ্দাহ, হাদীস নং: ৪৩৮, ৮৭৬, ১৯৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯২, ৫৫২৭, ৫৫২৮, ৫৫২৯, ৫৫৩৫, ৫৫৩৮, ৬৮৬৮ ইত্যাদি। হাদীসটি বিস্তারিতভাবে পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. আল-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯, খ. ১২, পৃ. ১৩৮

৮ بيع السلعة الآجلة الموصوفة بثمن عاجل

অর্থাৎ নগদ টাকা দিয়ে এমন বস্তু ক্রয় করা, যা বেশ কিছুদিন পরে সরবরাহ করা হবে; কিন্তু চুক্তিপত্রে তার পরিমাণ, গুণাগুণ, শ্রেণি, প্রকার, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্যা বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে পরবর্তীতে কোন দ্বিমত সৃষ্টি না হয়।

৯. بيع النقد بالنقد অর্থাৎ: মুদ্রা বিনিময় চুক্তি, (Money Exchange)।

১০. মুস্তফা আহমদ আয-যারক্বা, "আক্দ আল-ইছতিসনা ওয়া মাদা আহমিয়াতুহা ফিল ইছতিছমারাত আল-মু'য়াসারাহ", *মাজাল্লাহ মাজমা' আল-ফিক্হ আল-ইসলামী*, খ. ৭, ২

হানাফী ফাকীহগণের মতে ইছতিসনা হলো:

عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ فِي الذِّمَّة شُرِطَ فيه الْعَمَل

বিক্রেতার দায়-দায়িত্বে নির্মাণের শর্তে পণ্যের বিনিময় চুক্তি।

ইবনু আবিদীন (মৃ. ১২৫২ হি.) ইছতিসনার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

والاستصناع هو طلب عمل الصنعة بأجل، ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا يصير سلما

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোন কিছু নির্মাণকল্পে অনুরোধ কিংবা চুক্তি করার নাম হচ্ছে ইছতিসনা। উল্লেখ্য যে, কাঙ্খিত বস্তু ডেলিভারি দেয়ার ক্ষেত্রে তাড়া দেয়ার জন্য নয়; বরং তা নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় সময় হিসেবেই এখানে চুক্তির সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। অন্যথায় এটি সালাম চুক্তিতুল্য হয়ে যাবে যেখানে মূলত নির্মাণ নয়; বরং ডেলিভারির লক্ষ্যেই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়।[১১]

উসমানিয়া খিলাফত প্রণীত শরীয়াহ ম্যানুয়াল *'আল-মাজাল্লাহ'*[১২] এর ৩৮৮ নং ধারায় ইছতিসনা'র পরিচয় দেয়া হয়েছে:

إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعا. مثلا لو تقاول مع نجار على أنه يصنع له زورقا أو سفينة ويبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع

কোন ব্যক্তি যদি কোন নির্মাতা বা কারিগরের নিকট গিয়ে বলে, আমাকে উক্ত বস্তুটি এত টাকার বিনিময়ে তৈরি করে দাও, এবং সংশ্লিষ্ট কারিগর তা গ্রহণ করে,

(১৯৯২), পৃ. ২৩৪; যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম, *আল-বাহর আর-রায়েক শরহে কানয্ আদ-দাক্বায়েক*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭, খ. ৬, পৃ. ২৮৩

১১. মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবুদল আযীয ইবনে আবেদীন আদ্-দামেস্কী, *রাদ্দুল মুহতার আল-মা'রুফ বি হাশিয়াত ইবনে আবেদীন*, বৈরুত: দারু এহইয়া আত-তুরাছ আল-আরবী, ১৯৯৮, খ. ৭, পৃ. ৩৬৫

১২. এর পুরো নাম হচ্ছে *'মাজাল্লাত আল-আহকাম আল-আদলিয়্যাহ'*, যা উসমানিয়া খিলাফতের সংস্কার যুগে আইনী সংস্কারের অংশ হিসেবে ১৮৬৯ এবং ১৮৭৬ ইং সালের মধ্যবর্তী সময়ে রচনা করা হয়। ইসলামী আইনের কডিফিকেশন বা বিধিবদ্ধ আকারে সংকলন এর ক্ষেত্রে তুলনামূলক সফল পদক্ষেপ হিসেবে মাজাল্লাহ সুপরিচিত। এতে হানাফী ফিক্হ এর মু'আমালাত (civil transactions) সেকশনকে কডিফাইড তথা আইনী কোড হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাজাল্লাহ'তে সর্বমোট ১৮৫১ টি ধারা রয়েছে, যেখানে ক্রয়-বিক্রয় থেকে শুরু করে লিজ, গ্যারান্টি, এজেন্সি, দায়বদ্ধতা হস্তান্তর, মর্টগেজ, পার্টনারশিপ, আমানাতসহ বিভিন্ন প্রকারের চুক্তি ও লেনদেন বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়ে লেখকের একটি গবেষণা থেকে উঠে এসেছে, যদিও মাজাল্লাহ হানাফী ফিক্হ এর আলোকে রচিত, তথাপিও এখানকার প্রায় সকল (৯৩%) ধারা ইসলামী আইনের প্রসিদ্ধ সকল কিংবা অধিকাংশ মাযহাবের মতামতের সাথে সহমত পোষণ করে থাকে।

তাদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তির নাম ইছতিসনা। যেমন: কোন ব্যক্তি নির্ধারিত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, ডিজাইন, স্টাইল ইত্যাদি বর্ণনাপূর্বক কোন নির্মাতার নিকট একটি জাহাজ কিংবা নৌকা নির্মাণের প্রস্তাব করলে সংশ্লিষ্ট নির্মাতা তাতে সম্মত হলে তাদের মাঝে ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন হয়।[১৩]

হানাফী ব্যতীত অন্যান্য মাযহাবের দৃষ্টিতে, ইছতিসনা ও সালাম উভয়ই এক ও অভিন্ন চুক্তি। তাই এ সকল মাযহাবে ইছতিসনার স্বতন্ত্র কোন সংজ্ঞা ও পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং এ সকল মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থসমূহে সালাম এর অন্তর্ভুক্ত একটি অনুচ্ছেদ হিসেবে ইছতিসনার আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে ইছতিসনা চুক্তিকে নির্মিত পণ্য-বস্তুতে সালাম চুক্তির প্রয়োগ হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই এ সকল মাযহাবে সালাম সংক্রান্ত সকল নীতিমালা ও শর্তাবলি ইছতিসনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে বিবেচিত।[১৪]

মালিকী মাযহাবে সালাম এর অধ্যায়ে ইছতিসনার আলোচনা করা হয়েছে।[১৫] আল-মুদাওয়ানাহ গ্রন্থে ইসতিছনা'র আলোচনা সংক্রান্ত স্থানে শিরোনাম দেয়া হয়েছে *'আস্-সালাফ ফি আস্-সিনা'আত'* (السلف في الصناعة) অর্থাৎ শিল্প পণ্যে সালাম এর প্রয়োগ।[১৬] একই ভাবে কাযী ইবনু রুশ্দ (৪৫০-৫২০ হি.) তার মুক্বাদ্দিমাত গ্রন্থে শিরোনাম দিয়েছেন *'আছ-সালাম ফি আস্-সিনা'আত'* (السلم في الصناعة) অর্থাৎ শিল্প-কারখানায় নির্মিত পণ্যে সালামের ব্যবহার সংক্রান্ত অধ্যায়।[১৭] সুতরাং অত্র মাযহাবে শিল্প-কারখানায় নির্মিত বস্তুতে সালামের ব্যবহার প্রসঙ্গে ইছতিসনার আলোচনা করা হয়েছে।[১৮]

অনুরূপভাবে শাফিয়ী মাযহাবেও স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসেবে ইছতিসনার আলোচনা করা হয়নি; বরং সালাম এর প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে এর অন্তর্গত একটি অধ্যায় হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। শাফিয়ী ফকীহ আশ্-শিরাযী (মৃ. ৪৭৬ হি.) বলেন:

ويجوز السلم في كل مال يجوز بيعه وتضبط صفاته كالأثمان والحبوب والثمار والدواب والعبيد والجواري والأصواف والأشعار والأخشاب والأحجار والطين والفخار والحديد والرصاص والبلور والزجاج، وغير ذلك من الأموال التي تباع وتضبط بالصفات

১৩. *আল-মাজাল্লাহ*, বৈরুত: *মাতবা'আহ আল-আদবিয়্যাহ*, ১৩০২ হি., পৃ. ৬৭

১৪. আয-যারক্বা, আক্দ আল-ইছতিসনা, পৃ. ২৩৪

১৫. আহম্দ ইবনে আরাফাহ আদ-দাছূক্বী, *হাশিয়াত আদ্-দাছূক্বী আলা শরহে কাবীর*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৩, খ. ৪, পৃ.৩৫০

১৬. মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুদাওয়ানাহ আল-কুবরা*, কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০৫, খ. ৪, পৃ. ২২

১৭. ইবেন রুশদ, *আল-মুক্বাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত*, বৈরুত: দারুল গারব আল-ইসলামী, ১৯৯৮, খ. ২, পৃ. ৩২

১৮. আলী আছ্-ছালূছ, "আক্দ আল-ইছতিসনা", *মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্হ আল-ইসলামী*, খ. ৭, ২ (১৯৯২), পৃ. ২৬২

যে সকল বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ এবং যা বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা যায়, এ সকল কিছুতে সালাম চুক্তির প্রয়োগ বৈধ। যেমন: শস্যদানা, ফল-ফলাদি, জীব-জন্তু, পশম, চুল, কাঠ, পাথর, কাচা ও পাকা মাটি, লৌহ, ইস্পাত, শিষা, কাঁচ ইত্যাদি।[১৯]

হাম্বলী মাযহাবেও ছালামের অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক হিসেবে ইছতিসনা'র আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য কতিপয় হাম্বলী ফকীহ ইছতিসনাকে বৈধ চুক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। তাদের মতে সালাম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন উপায়ে উপস্থিত কিংবা বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর লেন-দেন নিষিদ্ধ।[২০]

জেদ্দাস্থ ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমির ৬৭/৩/৭ নং সিদ্ধান্তে ইছতিসনার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:

إن عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة

ইছতিসনা চুক্তি হচ্ছে যা সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায়বদ্ধতায় বিদ্যমান নির্মাণ কাজ ও নির্মিতব্য পণ্যের উপর প্রযোজ্য।[২১]

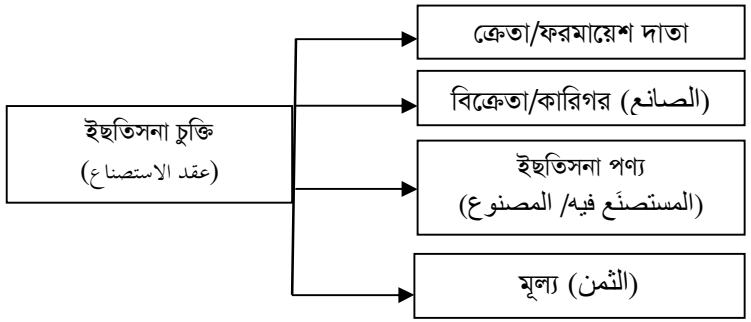

চিত্র ০১: ইছতিসনা চুক্তির মূল স্তম্ভসমূহ[২২]

ইছতিসনা ও সালাম

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হানাফী মাযহাব ব্যতিরেকে অন্য সকল মাযহাবের মতে ইছতিসনা এবং সালাম উভয়ই এক ও অভিন্ন চুক্তি। ইছতিসনা শুধুমাত্র সালামের প্রাসঙ্গিক একটি চুক্তি, যা শিল্প-কারখানায় নির্মিত পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিকে

১৯. আবু ইছহাক ইব্রাহীম আশ্-শিরাযী, *আল-মুহায্যাব ফি ফিক্‌হি আল-ইমাম শাফেয়ী*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫, খ. ২, পৃ. ৭২.
২০. আছ্-ছালূছ, "আক্‌দ আল-ইছতিসনা", পৃ. ২৬৯
২১. মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্‌হ আল-ইসলামী, খ. ৭, ২ (১৯৯২), পৃ. ৭৭৭
২২. নিজস্ব চিত্রায়ন।

হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে, ইছতিসনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক একটি চুক্তি। প্রকৃতপক্ষে ইছতিসনা ও সালাম দু'টি ভিন্ন চুক্তি হলেও কয়েকটি বিষয়ে এ দু'য়ের মাঝে মিলও রয়েছে। নিম্নের সারণির মাধ্যমে ইছতিসনা ও ছালামের মাঝে মিল ও অমিল সুস্পষ্ট করা হলো:

মিল	অমিল
১. ইছতিসনা ও সালাম উভয় চুক্তির ক্ষেত্রে পণ্যের শ্রেণি, ধরন, প্রকার, গুণাগুণ ইত্যাদির বর্ণনা সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে; কারণ উভয়ই হচ্ছে বিক্রিত পণ্য (sold object/مبيع), আর বিক্রিত পণ্য উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে নির্দিষ্ট ও পরিচিত হওয়া আবশ্যক। ২. ইছতিসনা ও সালাম উভয় চুক্তিতে উপস্থিত বা বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর লেনদেন হয়, যা প্রয়োজনের নিরিখে ব্যতিক্রম হিসেবে বৈধ করা হয়েছে। ৩. ইছতিসনা ও সালাম উভয় চুক্তি সুদের সংশ্লিষ্ট থেকে মুক্ত হতে হয়। যেমন: একই জাতীয় পণ্য বাকীতে কিংবা নগদে কম-বেশি করে লেনদেন করা যাবে না। ৪. উভয় চুক্তিতে মূল্য (price) পণ্যের শ্রেণি, প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ইত্যাদির বর্ণনা সহ সুনির্দিষ্ট ও পরিচিত হতে হবে। অন্যথায় অনিশ্চয়তা (ambiguity/غرر) ও অজ্ঞতার (ignorance/جهالة) কারণে সংশ্লিষ্ট চুক্তি বাতিল ও অবৈধ চুক্তিতে পরিণত হবে।	১. সালাম পণ্যের (salam commodity) ক্ষেত্রে শিল্প-কারখানায় নির্মিত হয় এমন পণ্য হওয়া আবশ্যক নয়; বরং অধিকাংশ সময় খাবার জাতীয় পণ্য, জীব-জন্তু ইত্যাদিতে সালাম চুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে। অপরদিকে ইছতিসনা পণ্য (istisna commodity) অবশ্যই শিল্প-কারখানায় নির্মিত হয় এমন পণ্য হতে হবে। ২. সালাম সাধারণত তুলনীয় কিংবা সাদৃশ্যপূর্ণ (comparable/مثلي) পণ্য-দ্রব্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অপরদিকে ইছতিসনা তুলনীয় এবং তুলনীয় নয় (nonfungible/قيمي) উভয় জাতীয় পণ্য-দ্রব্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ৩. সালাম অবশ্য পালনীয় (binding) এবং বাতিলযোগ্য নয় (irrevocable) এমন চুক্তি, যা শুধুমাত্র এক পক্ষের ইচ্ছায় বাতিল করা যায় না। অপরদিকে ইছতিসনা চুক্তি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলেন, এটি বাতিলযোগ্য চুক্তি (revocable), সংশ্লিষ্ট পক্ষের যে কেউ ইচ্ছে করলে এ চুক্তি বাতিল করতে পারবে। অপর একটি মত হচ্ছে, অন্যান্য সকল বিনিময় চুক্তির ন্যায় এটিও অবশ্য পালনীয় (binding) চুক্তি। ৪. প্রচলিত হউক কিংবা না হউক সকল পণ্যে সালাম চুক্তি প্রযোজ্য। অপরদিকে শুধুমাত্র যা সমাজে প্রচলিত সে সকল পণ্যে ইছতিসনা প্রযোজ্য। ৫. সালাম পণ্য মূলত ঋণ (debt/دين) হিসেবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায়বদ্ধতায় (liability)

	বিদ্যমান থাকে এবং এটি এমন পণ্য যা পরিমাপ, ওজন, গণনা, সংখ্যা ইত্যাদি দিয়ে সুনির্দিষ্ট করা যায়। অপরদিকে ইছতিসনা পণ্য কোন ঋণ নয়; বরং একটি স্থাবর পণ্য বা এসেট (corporeal/عين) হয়ে থাকে, যা প্রয়োজনীয় গুণাগুণের আলোকে সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায়বদ্ধতায় সুনির্দিষ্ট থাকে, যেমন নির্মিতব্য আসবাবপত্র, জুতা, পাত্র ইত্যাদি।
	৬. সালাম চুক্তিতে পণ্য সরবরাহের একটি সুনির্দিষ্ট সময় (future period/أجل) থাকা আবশ্যক, যা একটু দীর্ঘ হয়। তবে শাফেয়ী মাযহাবের মতানুযায়ী তা আবশ্যক নয়; কারণ তাদের মতে নগদ সালাম (السلم الحال) তথা চুক্তি হওয়ার প্রাক্কালেও পণ্য ডেলিভারি বৈধ। অপরদিকে ইমাম আবু হানীফার মতানুযায়ী ইছতিসনা চুক্তিতে কোন নির্ধারিত সময়সীমা থাকার অবকাশ নেই, এমনটি হলে তা সালাম চুক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে।
	৭. সালাম চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রাক্কালে উক্ত বৈঠকেই সালামের মূলধন তথা মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অবশ্যই মালিকী মাযহাবের মতানুযায়ী তিন দিন পর্যন্ত সুযোগ দেয়ার অবকাশ রয়েছে। অপরদিকে ইছতিসনা চুক্তির মূল্য পরিশোধ প্রচলিত রীতি-নীতির উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে কিছু অংশ হয়ত চুক্তি হওয়ার সময়ে, কিছু অংশ মাঝামাঝি সময়ে, এবং বাকি অংশ পণ্য ডেলিভারী নেয়ার সময় পরিশোধ করা যেতে পারে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে যা প্রচলিত তাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

সারণি ০১: ইছতিসনা ও সালাম চুক্তির মাঝে মিল ও অমিল[২৩]

[২৩] নিজস্ব চিত্রায়ন। বিস্তারিত দেখুন: ইব্রাহীম আন্-নাশওয়ী, *আহকাম আক্দ আল-ইছতিসনা*, পৃ. ৩১৫-৩১৮

ইছতিসনা'র শর'ঈ বিধান

ইসলামী আইনের আলোকে ইছতিসনা সম্পূর্ণভাবে বৈধ ও আইনী ত্রুটিমুক্ত একটি বাণিজ্য চুক্তি। বাহ্যিকভাবে ইছতিসনার বৈধতা নিয়ে ইসলামী আইনের প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর মধ্যে মতানৈক্য অনুভূত হলেও, বাস্তবিকভাবে ইছতিসনার বৈধতার বিষয়ে সবাই সহমত পোষণ করেন। শুধুমাত্র হানাফী মাযহাব ইছতিসনা চুক্তিকে একটি স্বতন্ত্র চুক্তি হিসেবে এবং অপরাপর মাযহাব এটিকে সালাম চুক্তির অংশবিশেষ হিসেবে পরিগণিত করেন। তবে আইনগত বিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ইছতিসনা চুক্তি ইসলামী শরীয়াহসম্মত ও বৈধ।

অনুপস্থিত কিংবা বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর লেনদেন ইসলামে নিষিদ্ধ করা হলেও, সালাম ও ইছতিসনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে তা অনুমোদন দেয়া হয়েছে। হানাফী মাযহাব ইসতিহসান[২৪] এবং সমাজে প্রচলিত সার্বজনীন ব্যবহারের আলোকে ইছতিসনার বৈধতার অনুমোদন দিয়েছে। উপরন্তু, রাসূল সা. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্তু নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কারিগরের সাথে নির্মাণচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি চিকিৎসার জন্য শিঙ্গা নিয়েছিলেন, যদিও সেখানে ব্যবহৃত শিঙ্গার পরিমাণ এবং সময় ইত্যাদি অনির্ধারিত ছিল। যুগ যুগ ধরে মানব সমাজে মশ্‌ক থেকে পানি পান করা, পাবলিক ওয়াশরুম ব্যবহার করা ইত্যাদির প্রচলন হয়ে আসছে, যদিও সেখানে পানির পরিমাণ, ওয়াশরুমে অবস্থানের সময় ইত্যাদি অনির্দিষ্ট ও অনির্ধারিত থাকে। সুতরাং এর থেকে প্রতীয়মান হয়, অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ও বিদ্যমান নয় এমন বস্তুকেও আইনের দৃষ্টিতে উপস্থিত এবং বিদ্যমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।[২৫]

[২৪] ترك القياس تحقيقا لمقصد الشارع، العدول بالمسئلة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول
মাকাসিদ শরীয়াহ'র বাস্তবায়ন তথা জনকল্যাণ অর্জন এবং জনদুর্ভোগ প্রতিহত করার লক্ষ্যে সাধারণ যুক্তি/বিধান পরিহার করার নাম হচ্ছে ইসতিহসান। অন্য ভাষায়: শক্তিশালী, সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত কোন প্রয়োজনের/যুক্তির নিরিখে সাধারণ ও প্রচলিত বিধান পরিত্যাগ করে অপর একটি বিধান গ্রহণ করা হচ্ছে ইসতিহসান। Juristic Preference, Application of discretion in a legal decision.

[২৫] আলাউদ্দিন আবু বাকর আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্-সানায়ে ফি তারতীব আশ্-শারায়ে*, কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০৫, খ. ৭, পৃ. ১০৯; বদরুদ্দীন আল-আইনী, *আল-বিনায়া শরহে আল-হিদায়াহ*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০০, খ. ৮, পৃ. ৩৭৩; ইবনে নুজাইম, *আল-বাহর আর-রায়েক*, খ. ৬, পৃ. ২৮৩; কামাল ইবনে হুমাম, *শরহে ফাতহুল ক্বাদীর*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫, খ. ৭, পৃ. ১০৮; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ২০১০, খ. ৩, পৃ. ১৯৫

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا؟ قال: إن شئت، فعملت المنبر

জনৈক মহিলা রাসূলকে স. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার এক কাঠমিস্ত্রি দাস আছে, আমি কি আপনার জন্য একটি মিম্বার তৈরি করে দেব, যেখানে বসে আপনি খুতবা দিতে পারবেন? রাসূল সা. বললেন: তুমি চাইলে তা করতে পার। তখনে সে একটি মিম্বার তৈরি করে দিল।[২৬]

ইমাম বুখারী অত্র হাদীছের উপর যে শিরোনাম দিয়েছেন তা হচ্ছে: (باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد) অর্থাৎ: মসজিদ, মিম্বার ইত্যাদি নির্মাণে কাঠমিস্ত্রি ও কারিগর থেকে সহযোগিতা নেয়া প্রসঙ্গে।

হানাফী ফকীহ আল-কাসানী (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেন:

فالقياس يأبى جواز الاستصناع؛ لأنه بيع المعدوم كالسلم بل هو أبعد جوازا من السلم؛ لأن المسلم فيه تحتمله الذمة؛ لأنه دين حقيقة ، والمستصنع عين توجد في الثاني، والأعيان لا تحتملها الذمة فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس عن السلم وفي الاستحسان جاز؛ لأن الناس تعاملوه في سائر الأعصار من غير نكير فكان إجماعا منهم على الجواز فيترك القياس.

সাধারণ যুক্তির দৃষ্টিতে ইছতিসনা অবৈধ। সালাম চুক্তির ন্যায় এখানেও অনুপস্থিত এবং বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর সাথে লেনদেন হয়। উপরন্তু, সালাম থেকেও ইছতিসনা অবৈধ হওয়ার বেশি সম্ভাবনা রাখে; কারণ সালামে পণ্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায়বদ্ধতায় থাকে এবং তা সত্যিকার অর্থে ঋণ। অপরদিকে ইছতিসনা পণ্য সাধারণত স্থাবর সম্পদ হয়ে থাকে, যা কারো দায়বদ্ধতায় সীমাবদ্ধ করা যায় না। এ দৃষ্টিতে সাধারণ যুক্তির আলোকে সালামের তুলনায় ইছতিসনা চুক্তি বৈধ হওয়ার কম সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু ইসতিহসানের আলোকে ইছতিসনার বৈধতা দেয়া হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ কোন দ্বিমত ব্যতিরেকে ইছতিসনার চর্চা করে আসছে, সুতরাং এর বৈধতার ব্যাপারে সবাই একমত। সার্বিক এ ঐকমত্যের বিপরীতে সাধারণ যুক্তি বিবেচনা অগ্রাহ্য বলে গণ্য হবে।[২৭]

এ প্রসংগে ইবনে তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.) ও ইবনে কাইয়্যিম (৬৯১-৭৫১ হি.) এর একটি মতামত উল্লেখযোগ্য। তাদের মতে, ইছতিসনা ও সালাম চুক্তি ইসলামী আইনের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়; বরং এটিই সাধারণ আইন হিসেবে বিবেচিত। শুধুমাত্র অনুপস্থিত কিংবা বিদ্যমান নয় এমন কোন বস্তুর লেনদেন

২৬. আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, বাব আল-ইসতিআনাহ বি আন্-নাজ্জার ওয়া আস্-সুন্নাআ ফি আওয়াদিল মিম্বার ওয়াল মাসজিদ, হাদীস নং: ৪৩৮, ৮৭৬, ১৯৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯২

২৭. আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্-সানায়ে*, খ. ৭, পৃ. ১০৯

ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়নি; বরং যা উপযুক্ত সময়ে ডেলিভারি তথা হস্তান্তর করা সম্ভবপর নয় সে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনিশ্চয়তা কিংবা রিস্ক (ambiguity/غرر) তথা যে কারণে কোন বস্তুর লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা বিদ্যমান বা অস্তিত্বে থাকা কিংবা না থাকার সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং তা ডেলিভারি দিতে সম্ভব হওয়া কিংবা না হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। তাই সালাম, ইছতিসনা ইত্যাদি চুক্তিতে বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করা হয়েছে; কারণ সংশ্লিষ্ট পণ্য চুক্তি হওয়ার প্রাক্কালে বিদ্যমান না থাকলেও ডেলিভারি দেয়ার সময় তা বিদ্যমান হয়ে যাবে এবং যথাসময়ে হস্তান্তর করা সম্ভবপর হবে। ইবনে কাইয়্যিম বলেন:

ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز بلفظ عام ولا بمعنى عام وإنما في السنة النهي عن بيع الأشياء التي هي معدومة كما في النهي عن بعض الأشياء الموجودة فليست العلة في المنع العدم ولا الوجود بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر وهو ما لا يقدر على تسليمه سواء أكان موجودا أم معدوما كبيع العبد الآبق والبعير الشارد وإن كان موجودا إذ موجب البيع تسليم المبيع فإذا كان البائع عاجزا عن تسليمه فهو غرر ومخاطره وقمار

আল্লাহর কিতাব, রাসূলের স. সুন্নাহ, কিংবা সাহাবাদের বক্তব্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যেখানে অস্তিত্ব কিংবা বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় সাধারণ ও ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হ্যাঁ, রাসূলের সা. সুন্নাহতে এমন বস্তুর লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা অস্তিত্বহীন এবং বাস্তবে বিদ্যমান নয়। তবে উক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ অস্তিত্বে থাকা কিংবা না থাকার সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং ঝুঁকিপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত, যা সাধারণত ডেলিভারী সম্ভবপর নয় চাই তা বাস্তবে বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক। যেমন: পলায়নরত দাস, ছুটে যাওয়া উট ইত্যাদির লেনদেন নিষিদ্ধ, যদিও বাস্তবে এগুলো বিদ্যমান। যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ের সাধারণ বিধান হচ্ছে বিক্রিত পণ্যের তাৎক্ষণিক হস্তান্তর, সুতরাং বিক্রেতা যদি তা করতে সক্ষম না হয় তাহলে উক্ত লেনদেন অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। কারণ উক্ত চুক্তি তখন অনিশ্চয়তা, রিস্ক, জুয়া ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে।[২৮]

উল্লেখ্য যে, ইছতিসনা চুক্তির প্রকৃতি নিয়ে হানাফী মাযহাবে একাধিক মতামত রয়েছে; এটি কি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি না ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি বিনিময় কিংবা ইজারাদান চুক্তি। যদি এটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি হয় তাহলে বিক্রিত বস্তু হিসেবে কোনটি বিবেচিত হবে; নির্মিত পণ্য না নির্মাতার পরিশ্রম। কেউ কেউ মনে করেন, এটি হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি বিনিময়, যা সংশ্লিষ্ট বস্তুর নির্মাণকাজ শেষে হাতে-হাতে

২৮. ইবনে কাইয়্যেম আল-জাওযীয়্যাহ, *ই'লাম আল-মুয়াক্কী'য়ীন আন রাব্বিল 'আলামীন*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১, খ. ২, পৃ. ৭

বিনিময় করা হবে। এ ধরনের বিনিময় *বাই' আল-তা'আতী* (بيع التعاطي) হিসেবে পরিচিত। তাই সালামের বিপরীতে এখানে নির্মাতা ইচ্ছে করলে চুক্তি বাতিল করে কাজ বন্ধ করে দিতে পারবে এবং এক্ষেত্রে তাকে বাধ্য করা যাবে না। এমনিভাবে ক্রেতা তথা অর্ডারকারীও ইচ্ছে করলে চুক্তি থেকে ফিরে আসতে এবং নির্মিত বস্তু প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। সুতরাং এ বিবেচনায় ইছতিসনা একটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য চুক্তি, যা যে কোন মুহূর্তে বাতিল করা যায়। অধিকাংশ হানাফী ফকীহ মনে করেন, ইছতিসনা একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। তবে এটি এমন চুক্তি যেখানে নির্মাণ কাজের শর্তারোপ করা হয় এবং নির্মাণ শেষে ক্রেতার পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধান চালানোর সুযোগ থাকে। যদি নির্মিত বস্তু শর্ত মোতাবেক না হয়, তাহলে ক্রেতা পর্যবেক্ষণের সুযোগ (option of inspection) ব্যবহার করত চুক্তি বাতিল করতে এবং নির্মিত বস্তু গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারবে। সুতরাং ইছতিসনা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি অন্যান্য সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি থেকে ভিন্ন। এছাড়া কোনো কোন হানাফী ফকীহ মনে করেন, ইছতিসনা হচ্ছে একটি নিছক ইজারা (শ্রম ভাড়া) চুক্তি।[২৯] আবার অনেকে মনে করেন, প্রাথমিকভাবে এটি ইজারা চুক্তি এবং সর্বশেষে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে পরিণত হয়।[৩০]

হানাফী মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য মাযহাবের মতে, পৃথকভাবে ইছতিসনা চুক্তি বৈধ নয়; কারণ এখানে উপস্থিত ও বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর লেনদেন করা হয়, যা ইসলামী আইনে অবৈধ। এমনিভাবে এটি কোন শ্রমভাড়া চুক্তি নয়; কারণ এখানে কোন একজনকে ভাড়া করা হয় তার মালিকানাধীন সম্পদে কাজ করার জন্য এবং তা বৈধ নয়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি অপরজনকে বলে উক্ত স্থান থেকে তোমার খাবার-দাবার

২৯. ইছতিসনা চুক্তি এবং ইজারাহ তথা কোন কাজের জন্য কাউকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাড়া নেয়ার চুক্তির (*ইজারাহ আলা আস্-সান'য়ি*) মাঝে কতিপয় মিল ও অমিল রয়েছে। উভয় চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট একটি কাজ সমাধা করে দেয়ার নিমিত্তে একজন লোককে ভাড়ায় খাটানো হয় কিংবা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ দেয়া হয়। ইছতিসনা চুক্তিতে কোন কিছু নির্মাণকল্পে কারিগর কিংবা নির্মাতার সাথে চুক্তি সমাধা হয় এবং ইজারাহ চুক্তিতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়। উভয়ের মধ্যে অমিল হচ্ছে, ইজারাহ চুক্তি হয়ে থাকে কাজের উপর এবং অপরদিকে ইছতিসনা চুক্তি হয়ে থাকে নির্মিতব্য কোন বস্তুর উপর যা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত হয়ে থাকে। উপরন্তু ইছতিসনা চুক্তিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কারিগরকে সরবরাহ করতে হয় এবং অপরদিকে ইজারাহ চুক্তিতে তা নিয়োগকর্তাকে সরবরাহ করতে হয়, দেখুন: আল-মাউসূ'আহ আল-ফিক্হিয়্যাহ, কুয়েত: ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯২, খ. ৩, পৃ. ৩২৬

৩০. আল-আইনী, *আল-বিনায়া শরহে আল-হিদায়াহ*, খ. ৮, পৃ. ৩৭৩; ইবনে নুজাইম, *আল-বাহর আর-রায়েক*, খ. ৬, পৃ. ২৮৪; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৯৫; *আল-মাউসূ'আহ আল-ফিক্হিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ৩২৭

নিয়ে এসো কিংবা তোমার কাপড় লাল রঙে রঙিন করো ইত্যাদি অনুরোধ কিংবা নির্দেশ বৈধ ও গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এ সকল মাযহাবের মতামত অনুযায়ী ইছতিসনা চুক্তি যদি সালাম চুক্তির উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে সালামের যাবতীয় শর্ত প্রযোজ্য হবে, যেখানে উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রাক্কালে নির্মিতব্য বস্তুর পুরো মূল্য পরিশোধ করতে হবে।[৩১]

মালিকী মাযহাবের বক্তব্য অনুযায়ী সালামের উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন হওয়া নির্মাণ চুক্তি তথা ইছতিসনা বৈধ।[৩২] উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হি.) কারখানায় নির্মিত বস্তুতে সালাম চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রসঙ্গে ইছতিসনার আলোচনা করেছেন এবং সেখানে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন উক্ত বিনিয়োগ কিংবা শুরুতে মূল্য পরিশোধ করা বৈধ। ইমাম মালিক বলেন:

> إذا ضرب للسلعة التي استعملها أجلا بعيدا، وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة، وليس من شيء بعينه يريه إياه يعمله منه، ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه، وقدم رأس المال أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين ولم يضرب لرأس المال أجلا، فهذا السلف جائز، وهو لازم للذي عليه يأتي به إذا حل الأجل على صفة ما وصفا.
>
> যদি কোন ব্যক্তি কোন কিছু নির্মাণ করার জন্য অর্ডার করে, যেখানে দীর্ঘ দিনের অবকাশ দেয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, ধরণ, ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক নির্মাতার দায়িত্বে তা ছেড়ে দেয়া হয়; যেখানে অর্ডারকারীর পক্ষ থেকে কোন নির্মাণ উপকরণ দেয়া হয় না কিংবা নির্মাতা হিসেবে নির্দিষ্ট কোন কারিগরের শর্তারোপ করা হয় না; এবং যেখানে চুক্তিকৃত মূল্য পরিশোধের কোন নির্ধারিত দীর্ঘ সময়সীমা থাকে না, বরং তা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রাক্কালে কিংবা দু'একদিন পরে পরিশোধ করা হয়; উক্ত বিনিময় কিংবা ঋণ চুক্তি বৈধ এবং যদি চুক্তির শর্তানুযায়ী কাঙ্খিত বস্তুর নির্মাণ সম্পন্ন হয় তখন অর্ডারকারী তথা ক্রেতা তা ক্রয় করতে বাধ্য।[৩৩]

এমনিভাবে শাফিয়ী মাযহাবের দৃষ্টিতে, যদিও নির্মিত বস্তু হস্তান্তর করার সময় অনির্ধারিত, তথাপিও 'সালাম হাল' তথা নগদ সালামের বৈধতার উপর ভিত্তি করে উক্ত নির্মাণ চুক্তিও বৈধ হবে। উল্লেখ্য যে, শাফিয়ী মাযহাবের মতামত অনুযায়ী নগদ সালাম বৈধ যেখানে চুক্তি হওয়ার প্রাক্কালেই চুক্তিকৃত তথা বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করা হয়।[৩৪]

৩১. ওয়াহবা মুস্তফা আয-যুহাইলী, "আক্দ আল-ইছতিসনা", *মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্হ আল-ইসলামী*, খ. ৭, ২ (১৯৯২), পৃ. ৩১০; আল-আইনী, *আল-বিনায়া শরহে আল-হিদায়াহ*, খ. ৮, পৃ. ৩৭৪

৩২. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খারশী, *শরহে আল-খারশী আলা মুখতাসার খালীল*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭, খ. ৬, পৃ. ১০২

৩৩. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ আল-কুবরা*, খ. ৪, পৃ. ২২

৩৪. আয-যুহাইলী, "আক্দ আল-ইছতিসনা", পৃ. ৩১০; আল-আইনী, *আল-বিনায়া শরহে আল-হিদায়াহ*, খ. ৮, পৃ. ৩৭৪

সুতরাং সর্বসম্মত মতামত হচ্ছে ইছতিসনা চুক্তি বৈধ এবং শরীয়াতসম্মত। তাই কেউ যদি নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে সুনির্ধারিত কোন কিছু নির্মাণকল্পে নির্মাতা কিংবা নির্মাণ কোম্পানির সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তা ইছতিসনা হিসেবে নামকরণ করা হউক বা না হউক, উক্ত চুক্তি বৈধ এবং ইসলামী আইনে অনুমোদিত।

ইসলামী আইনে ইছতিসনা চুক্তির নীতিমালা

ইসলামী আইনে ইছতিসনা চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্তারোপ করা হয়েছে, নিম্নে তা আলোচনা কর হলো:

এক: সমাজে প্রচলিত বস্তুতে ইছতিসনা চুক্তি সম্পাদন করা

সাধারণত যে সকল বস্তু নির্মাণ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যেখানে প্রচলিত নিয়মে নির্মাণ চুক্তি সম্পাদিত হয় সে সকল ক্ষেত্রে ইছতিসনা চুক্তি বৈধ ও প্রযোজ্য, যেমন: লৌহ, ইস্পাত, শিসা ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, এ সকল বস্তুতে নির্মাণ চুক্তি প্রচলিত হলেও ইছতিসনা চুক্তির ক্ষেত্রে এগুলো অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যাতে সঠিকভাবে তা হস্তান্তর করা সম্ভবপর হয়। অপরদিকে যে সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মে নির্মাণ চুক্তি সম্পাদিত হয় না সেগুলো সাধারণ বিধানের আওতাধীন হবে এবং সে সব ক্ষেত্রে সালাম চুক্তি প্রযোজ্য হবে।[৩৫] আল-কাসানী বলেন:

> أن يكون ما للناس فيه تعامل كالقلنسوة والخف والآنية ونحوها فلا يجوز فيما لا تعامل لهم فيه
>
> যে সকল বস্তুতে ইছতিসনার ব্যবহার মানব সমাজে প্রচলন রয়েছে ঐ সকল বস্তুতে ইছতিসনা চুক্তি বৈধ, যেমন টুপি, মোজা, পাত্র ইত্যাদি। অপরদিকে সমাজে যে সকল বস্তুতে ইছতিসনার প্রচলন নেই সে সকল বস্তুতে ইছতিসনা চুক্তি বৈধ হবে না।[৩৬]

মাজাল্লাহ'র ৩৮৯ নং ধারায় বলা হয়েছে:

> كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق، وأما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم، وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا
>
> সাধারণত যে সকল বস্তু নির্মাণ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যেখানে নির্মাণ চুক্তির সম্পাদন বহুলাংশে প্রচলিত, সেখানে ইছতিসনা চুক্তির সম্পাদন বৈধ। অপরদিকে

৩৫. আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্-সানায়ে*, খ. ৭, পৃ. ১১০; আলী ইবনে আবু বাক্‌র আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ মা'আ আল-বিনায়াহ*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০০, খ. ৮, পৃ. ৩৭৬; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৯৫

৩৬. আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্-সানায়ে*, খ. ৭, পৃ. ১১০

> যে সকল বস্তুতে সাধারণত নির্মাণ চুক্তি সম্পাদিত হয় না, সেক্ষেত্রে যদি নির্মাণ কার্য সমাধা করার কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়, তবে তা সালাম চুক্তিতে পরিণত হবে এবং সালামের যাবতীয় নীতিমালা সেখানে প্রযোজ্য হবে। যদি নির্মাণ কাজ শেষ করার কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা না হয়, তবে তাও ইছতিসনা চুক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে।[৩৭]

দুই: ইছতিসনা পণ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে

যে সকল বস্তুতে ইছতিসনা চুক্তি সম্পাদিত হবে তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গুণাগুণ, ধরণ, শ্রেণি, পরিমাণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করত তা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সাধারণত ইছতিসনা চুক্তিতে নির্মাতার পক্ষ থেকে দুটি বিষয় দাবি করা হয়ে থাকে, একটি হচ্ছে তার কাজ এবং অপরটি হচ্ছে নির্মিতব্য পণ্য। সুতরাং উভয়টিই সুনির্দিষ্ট হতে হবে, যাতে সঠিকভাবে তা হস্তান্তর করা সম্ভব হয়।

আল-কাসানী বলেন:

> من شرائط جوازه بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وصفته؛ لأنه مبيع فلا بد وأن يكون معلوما، والعلم إنما يحصل بأشياء
>
> ইছতিসনা চুক্তি বৈধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রাক্কালে ইছতিসনা পণ্যের শ্রেণি, প্রকার, ধরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ ইত্যাদি সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা। যেহেতু এটি হচ্ছে বিক্রিত বস্তু সুতরাং তা অবশ্যই পরিচিত হতে হবে, আর মূলত এ সকল বর্ণনার মাধ্যমেই কোন বস্তু পরিচিত হয়ে থাকে।[৩৮]

মাজাল্লাহ'র ৩৯০ নং ধারায় বলা হয়েছে:

> يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق للمطلوب
>
> ইছতিসনা পণ্যের কাঙ্খিত এবং প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করে দেয়া আবশ্যক।[৩৯]

তিন: ইছতিসনা চুক্তির সময়সীমা সুনির্দিষ্ট হতে হবে

ইছতিসনা চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট বস্তু নির্মাণের সময়সীমা নির্দিষ্ট হতে হবে, চাই তা দীর্ঘ মেয়াদী কিংবা স্বল্প মেয়াদী হউক। তবে এক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের একাধিক মতামত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার (৮০-১৫০ হি.) মতে ইছতিসনা চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট পণ্য নির্মাণের কোন নির্ধারিত সময়সীমা থাকবে না। যদি এরূপ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তবে তা সালাম চুক্তিতে পরিণত হবে। এছাড়াও সময়সীমা নির্ধারণ, বিলম্বে হস্তান্তরের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি ঋণের সাথে সম্পৃক্ত, যা সালাম চুক্তিতে

৩৭. *আল-মাজ্জাল্লাহ*, পৃ. ৬৭

৩৮. আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্-সানায়ে*, খ. ৭, পৃ. ১০৯

৩৯. *আল-মাজ্জাল্লাহ*, পৃ. ৬৭

বিদ্যমান। যেহেতু ইছতিসনা চুক্তিতে ঋণের কোন সম্পৃক্ততা নেই, সুতরাং এখানে সময়সীমা নির্ধারণ করার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হি.) ও মুহাম্মদ (১৩১-১৮৯ হি.) এ মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, সালামের ন্যায় ইছতিসনা চুক্তিতেও সংশ্লিষ্ট পণ্য নির্মাণ ও হস্তান্তরের সময়সীমা নির্ধারিত হতে হবে। যেহেতু সমাজে সময়সীমা নির্ধারণসহ ইছতিসনা চুক্তির প্রচলন রয়েছে, সুতরাং শুধুমাত্র সময়সীমা নির্ধারণের কারণে তা সালাম চুক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে না। উপরন্তু, বিলম্বে হস্তান্তরের সুযোগ প্রদান যেমনিভাবে ঋণের সাথে সম্পৃক্ত, তেমনিভাবে তা কাজ সমাধা করার জন্য তাগাদা দেয়ার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারে। সুতরাং এ সকল সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র সময়সীমা নির্ধারণ করার কারণে ইছতিসনা চুক্তি সালাম চুক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে না।[৪০] লেখকও মনে করেন, সালামের ন্যায় ইছতিসনা চুক্তির ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট পণ্য নির্মাণ ও হস্তান্তরের সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। অন্যথায় তা চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদের কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমীর ৬৭/৩/৭ নং সিদ্ধান্তেও ইছতিসনা চুক্তির জন্য সময়সীমা নির্ধারিত থাকার শর্তারোপ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে:

يشترط في عقد الاستصناع أن يحدد فيه الأجل

ইছতিসনা চুক্তির বৈধতা ও পালনীয় হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে নির্মিতব্য পণ্য নির্মাণ ও হস্তান্তরের সময়সীমা নির্ধারিত থাকা।[৪১]

চার: ইছতিসনা চুক্তি বাতিলযোগ্য নয় (irrevocable)

অন্যান্য সকল বিনিময় চুক্তি, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, লিজ, ইত্যাদির ন্যায় ইছতিসনা চুক্তিও বাতিলযোগ্য নয়। যখনি উভয় পক্ষের সম্মতিতে তাদের প্রস্তাবনা (offer) ও সম্মতিসহ (acceptance) চুক্তি সমাধা হয়ে যাবে, তখনি উভয়পক্ষ চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য থাকবে এবং কোন অবস্থাতেই চুক্তির নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করতে পারবে না। হ্যাঁ, তবে যদি ইছতিসনা পণ্য কাঙ্খিত ও চুক্তিকৃত মান ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্মিত না হয় সেক্ষেত্রে অর্ডারকারী তথা ক্রেতা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারবে। এমতাবস্থায় ক্রেতা পর্যবেক্ষণের অধিকার (option of inspection) প্রয়োগ করত ইচ্ছে করলে নির্মিত পণ্য গ্রহণ করতে কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

৪০. আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্‌-সানায়ে*, খ. ৭, পৃ. ১১১; আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ মা'আ আল-বিনায়াহ*, খ. ৮, পৃ. ৩৭৬; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৯৫; ইবনে নুজাইম, *আল-বাহর আর-রায়েক*, খ. ৬, পৃ. ২৮৫

৪১. *মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্‌হ আল-ইসলামী*, খ. ৭, ২(১৯৯২), পৃ. ৭৭৮

মাজাল্লাহ'র ৩৯২ নং ধারায় বলা হয়েছে:

اذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع، وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا.

ইছতিসনা চুক্তি সমাধা হওয়ার পরে কোন পক্ষের জন্য চুক্তি প্রত্যাখ্যান করা কিংবা চুক্তি থেকে ফিরে আসার অনুমতি নেই। তবে যদি নির্মিত পণ্য চুক্তিপত্রে উল্লেখিত কাঙ্খিত মানের না হয়, সেক্ষেত্রে অর্ডারকারী তথা ক্রেতার তা গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে।[৪২]

উল্লেখ্য যে, ইছতিসনা চুক্তির প্রকৃতি নিয়ে হানাফী ফকীহগণের মধ্যে একাধিক মতামত রয়েছে। অধিকাংশ হানাফী ফকীহ মনে করেন, ইছতিসনা বাতিলযোগ্য (revocable) একটি চুক্তি এবং এ চুক্তি পালনে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো বাধ্য নয়, চাই ইছতিসনা পণ্য চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্মিত হউক বা না হউক। সুতরাং ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা যে কোন সময় ইচ্ছে করলে চুক্তি থেকে সরে আসতে পারবে। তাদের যুক্তি হলো, যদি ইছতিসনা অবশ্য পালনীয় (irrevocable) চুক্তি হয়, তাহলে এতে উভয় পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নির্মাতা হয়তো এমন কিছু নির্মাণ করতে বাধ্য হবে যার উপযুক্ততা বা যোগ্যতা তার নেই। অপরদিকে ক্রেতাও হয়তো পর্যবেক্ষণ করা ব্যতিরেকে এমন কিছু ক্রয় করতে বাধ্য হবে, যা তার প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম নয়।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফের মতামত হচ্ছে, ইছতিসনা চুক্তি বাতিলযোগ্য নয়; বরং এটি অবশ্য পালনীয় (irrevocable) একটি চুক্তি। যথাযথভাবে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই চুক্তির নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। তার যুক্তি হচ্ছে, যদি ইছতিসনা বাতিলযোগ্য (revocable) চুক্তি হয়, তাহলে এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি নির্মাতা চুক্তি থেকে সরে এসে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখে, তাহলে এতে ক্রেতা তার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অপরদিকে ক্রেতা যদি চুক্তি থেকে ফিরে আসে তাহলে নির্মাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; কারণ সে হয়তো ইতোমধ্যে নির্মাণকাজে প্রয়োজনীয় পুঁজি বিনিয়োগ করে ফেলছে। সুতরাং নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে গেলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৪৩]

ইমাম আবু ইউসুফের সাথে একাত্মতা পোষণ করত লেখকেরও মতামত হচ্ছে, অন্যান্য সকল বিনিময় চুক্তির ন্যায় ইছতিসনাও অবশ্য পালনীয় (irrevocable) একটি চুক্তি।

৪২. *আল-মাজ্জাল্লাহ*, পৃ. ৬৭

৪৩. আল-কাসানী, *বাদায়ে আস্‌-সানায়ে*, খ. ৭, পৃ. ১১০; আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ মা'আ আল-বিনায়াহ*, খ. ৮, পৃ. ৩৭৫; ইবনে নুজাইম, *আল-বাহর আর-রায়েক*, খ. ৬, পৃ. ২৮৫; ইবনে হুমাম, *শরহে ফাতহুল ক্বাদীর*, খ. ৭, পৃ. ১০৯; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৯৫

সঠিক নিয়মানুযায়ী চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর সকল পক্ষই চুক্তির যাবতীয় শর্তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। তবে হ্যাঁ, যদি নির্মিত পণ্য চুক্তির শর্তানুযায়ী না হয় সেক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য তা গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকবে।

বাহরাইনস্থ ইসলামী ব্যাংকসমূহের স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নকারী সংস্থা "একাউন্টিং এণ্ড অডিটিং অর্গানাইজেশান ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশানস" (AAOIFI) ইছতিসনা চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য অবশ্য পালনীয় (binding) হিসেবে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। উক্ত সংস্থার **১১** নং স্টান্ডার্ডে বলা হয়েছে:

> A contract of Istisna is binding on the contracting parties, provided that certain conditions are fulfilled, which include specifications of the type, kind, and quality of the subject-matter to be produced.
>
> সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য ইছতিসনা চুক্তি অবশ্য পালনীয়, যদি চুক্তির যাবতীয় শর্তা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। বিশেষ করে যখন চুক্তিতে উল্লেখিত প্রকার, ধরণ, ও গুণাগুণ ইত্যাদির আলোকে ইছতিসনা পণ্য নির্মিত হয়ে থাকে।[৪৪]

ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমীর ৬৭/৩/৭ নং সিদ্ধান্তেও ইছতিসনা চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য অবশ্য পালনীয় (binding) বলে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে:

> إن عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط
>
> প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক বিষয় ও শর্তাবলী পরিপূর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে ইছতিসনা চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য অবশ্য পালনীয় এবং বাধ্যতামূলক।[৪৫]

পাঁচ: ইছতিসনা পণ্য নির্মাণের উপায়-উপকরণ

ইছতিসনা পণ্য নির্মাণের উপায়-উপকরণ কারিগর তথা নির্মাতার পক্ষ থেকে সরবরাহ করতে হবে। যদি অর্ডারকারী তথা ক্রেতার পক্ষ থেকে উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হয়, তাহলে তা ইছতিসনা নয়; বরং শ্রমভাড়া (*ইজারাহ*) চুক্তিতে পরিণত হবে।[৪৬]

ছয়: ইছতিসনা পণ্যের মূল্য

ইছতিসনা পণ্যের মূল্য অবশ্যই পণ্যের ধরন, প্রকার, পরিমাণ, গুণাগুণ ইত্যাদির আলোকে সুনির্দিষ্ট হতে হবে। উল্লেখ্য যে ইছতিসনা পণ্যের মূল্য নগদ টাকা, তরল এসেট, স্থাবর সম্পত্তি, এসেটের ব্যবহার ইত্যাদির যে কোনটিই হতে পারে।[৪৭]

৪৪. একাউন্টিং এন্ড অডিটিং অর্গানাইজেশান ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশান্স (AAOIFI), শরীয়া স্টান্ডার্ড নং ১১, 'ইছতিসনা এন্ড প্যারালেল ইছতিসনা', ২/২, বাহরাইন, ২০১০ ইং।

৪৫. *মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্‌হ আল-ইসলামী*, খ. ৭, ২ (১৯৯২), পৃ. ৭৭৭

৪৬. ইনসেফ, *শরীয়া রুলস ইন ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সেকশান্স*, কুয়ালালামপুর, ২০১১, পৃ. ২৪৪

৪৭. প্রাগুক্ত।

ইছতিসনা পণ্যের মূল্য সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পুরোটাই বাকিতে একসাথে কিংবা পূর্ব নির্ধারিত একাধিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যেতে পারে। ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমীর ৬৭/৩/৭ নং সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে:

> يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة
>
> ইছতিসনা চুক্তিতে নির্মিতব্য পণ্যের চুক্তিকৃত মূল্য পুরোটাই সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাকিতে একসাথে কিংবা পূর্ব নির্ধারিত একাধিক কিস্তিতে পরিশোধ করা বৈধ হবে।[৪৮]

ইছতিসনা চুক্তিতে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

যেহেতু ইছতিসনা ইসলামী আইনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী চুক্তি, তাই এখানে কিছু বিশেষ শর্ত প্রযোজ্য। নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো ইছতিসনা চুক্তিতে নিষিদ্ধ:

এক: ইছতিসনা চুক্তিতে কোন প্রকার অনিশ্চয়তা, মাত্রাতিরিক্ত অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা (ambiguity/غرر) কিংবা অজ্ঞতা (ignorance/جهالة) ইত্যাদি থাকতে পারবে না। অতএব ইছতিসনা পণ্য এবং পণ্যের মূল্যসহ সংশ্লিষ্ট সবকিছু সকল দিক থেকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

দুই: ইছতিসনা চুক্তির প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট পণ্য বিদ্যমান কিংবা নির্মিত অবস্থায় থাকতে পারবে না।

তিন: ইছতিসনা পণ্যের চুক্তিকৃত মূল্যের কোন পরিবর্তন তথা কম-বেশি হতে পারবে না।

চার: ইছতিসনা পণ্য নির্মাণের উপায়-উপকরণ অর্ডারকারী তথা ক্রেতা কর্তৃক সরবরাহ করা যাবে না।

পাঁচ: ইছতিসনা চুক্তিতে নির্মাতা কর্তৃক এ ধরনের কোন শর্তারোপ করা যাবে না যে, যদি ইছতিসনার ভিত্তিতে নির্মিতব্য পণ্যে কোন সমস্যা হয় তাহলে তার জন্য সে দায়ি থাকবে না।

ছয়: সমান্তরাল (parallel) ইছতিসনার ক্ষেত্রে ব্যাংক শুধুমাত্র ডেভেলপার এবং কাস্টমারের মাঝে তহবিল সরবরাহকারীর ভূমিকা অবলম্বন করতে পারবে না। তাই এ ক্ষেত্রে দু'টো চুক্তিই পৃথকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।[৪৯]

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইছতিসনা বিনিয়োগের খাতসমূহ

সমসাময়িক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইছতিসনা চুক্তির বহুবিধ ও ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিনিয়োগ থেকে শুরু করে বড় বড় প্রায় সকল প্রকল্পে ইছতিসনার মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। নিম্নে ইছতিসনা বিনিয়োগের নানাবিধ খাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৪৮. *মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্‌হ আল-ইসলামী*, খ. ৭, ২(১৯৯২), পৃ. ৭৭

৪৯. ইনসেফ, *শরীয়া রুলস ইন ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সেকশান্স*, পৃ. ২৪৫-২৪৬

১. অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইছতিসনা বিনিয়োগ

সাধারণত অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন: বহুতল দালান, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি নির্মাণ প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইছতিসনা চুক্তি প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও উন্নত প্রযুক্তিগত শিল্প-কারখানা যেমন এয়ারক্রাফট নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, বড় বড় মেশিন ও যন্ত্রাংশ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প-কারখানায় ইছতিসনার মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়। জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও জনজীবন থেকে দুঃখ-কষ্ট লাঘবে এ সকল বিনিয়োগ অনবদ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।[৫০] ইছতিসনা বিনিয়োগের ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া নিম্নে আলোচনা করা হলো:

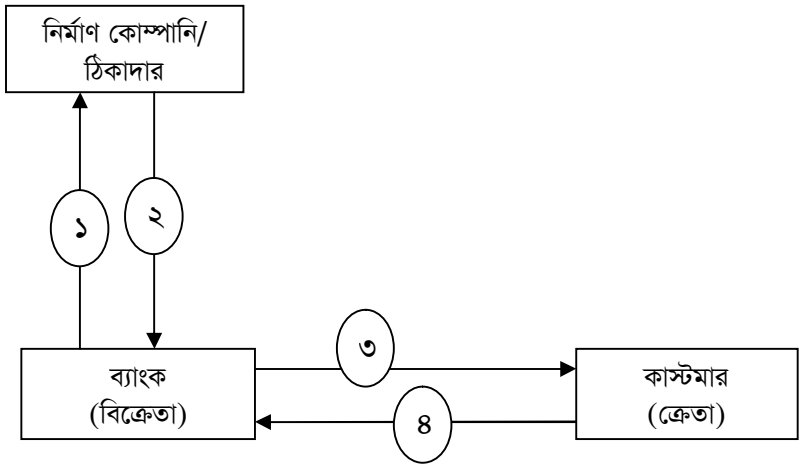

চিত্র ০২: ইছতিসনা বিনিয়োগের ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া[৫১]

১. কাস্টমারের চাহিদানুযায়ী ব্যাংক নির্মাণ কোম্পানী বা ঠিকাদারকে সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবে।

২. নির্মাণ কোম্পানি বা ঠিকাদার ব্যাংকের নিকট সংশ্লিষ্ট পণ্য ডেলিভারি তথা হস্তান্তর করবে।

৩. ব্যাংক উক্ত পণ্য কাস্টমারের নিকট হস্তান্তর করবে।

৪. কাস্টমার চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংককে উক্ত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করবে।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

৫১. মাশহুরী মুস্তফা, *স্ট্রাকচারিং ইসলামিক ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটিস*, কুয়ালালামপুর: আইবিএফআইএম, ২০১৪, পৃ. ২৭

২. নির্মাণাধীন আবাসন (property) প্রকল্পে ইছতিসনা বিনিয়োগ

পরিকল্পনাধীন কিংবা নির্মাণাধীন কোন আবাসন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় তহবিলের যোগান দেয়ার নিমিত্তে ইছতিসনা বিনিয়োগ একটি উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। ইছতিসনা বিনিয়োগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি যেখানে ক্রেতা প্রদত্ত গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিক্রেতা তথা ব্যাংক সংশ্লিষ্ট পণ্য নির্মাণ করার কিংবা যোগান দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে থাকে এবং চুক্তিকৃত মূল্যে পরবর্তীতে তা অর্ডারকারী তথা ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য যেমনিভাবে চুক্তি হওয়ার প্রাক্কালে পরিশোধ করা যেতে পারে, তেমনিভাবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাকিতে একসাথে কিংবা একাধিক কিস্তিতেও পরিশোধ করা যেতে পারে। তবে বাস্তবিক ক্ষেত্রে আবাসন কিংবা স্থাবর সম্পত্তিতে ইছতিসনা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক নির্মাণ কোম্পানির সাথে দ্বিতীয় একটি ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন করে থাকে, যা সমান্তরাল (parallel) ইছতিসনা হিসেবে পরিচিত। সুতরাং এখানে মূলত দু'টি ইছতিসনা চুক্তি হয়ে থাকে, প্রথমটি ব্যাংক কাস্টমারের সাথে এবং দ্বিতীয়টি ব্যাংক নির্মাণ কোম্পানির সাথে সম্পন্ন করে থাকে।[৫২] নির্মাণাধীন আবাসন কিংবা প্রোপার্টি প্রকল্পে ইছতিসনা বিনিয়োগের ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া নিম্নে আলোচনা করা হলো:

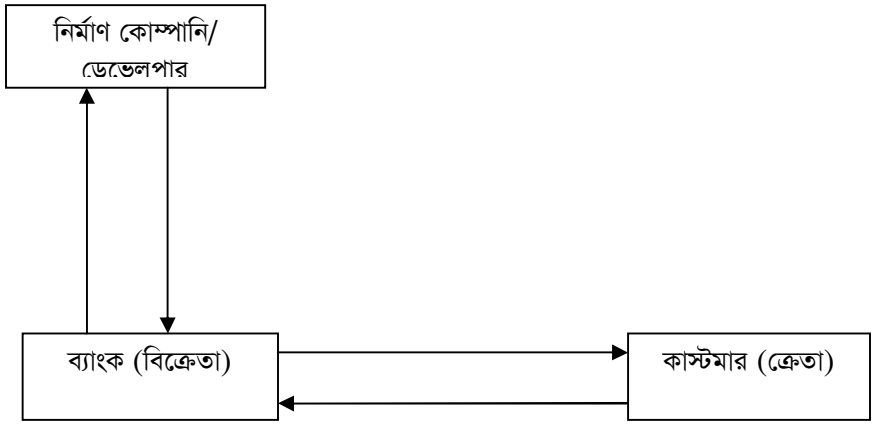

চিত্র ০৩: নির্মাণাধীন আবাসন প্রকল্পে ইছতিসনা বিনিয়োগের ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া[৫৩]

১. প্রথম ইছতিসনা চুক্তি

ক. গ্রাহক ইছতিসনার জন্য কাঙ্খিত সম্পদ নির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় তহবিল যোগানের নিমিত্তে ব্যাংকের শরণাপন্ন হবেন এবং সংশ্লিষ্ট

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

এসেটের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারিত তথ্যাদি ব্যাংকের নিকট পেশ করবেন।

খ. বাস্তবিক ক্ষেত্রে কখনো ব্যাংক কাস্টমারের সাথে একটি ওয়াকালাহ তথা এজেন্সী চুক্তি সম্পন্ন করে থাকে, যেখানে ব্যাংক কাস্টমারকে তার এজেন্ট মনোনীত করে থাকে যাতে কাস্টমার ব্যাংকের পক্ষ থেকে ডেভেলপারকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ করতে এবং পরবর্তীতে নির্মিত বাড়ীর ডেলিভারী নিতে সক্ষম হয়।

গ. ব্যাংক কাস্টমারের সাথে প্রথম ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন করবে যেখানে ব্যাংক কাস্টমারের প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত বাড়ী যোগান দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

ঘ. এ পর্যায়ে ব্যাংক কাস্টমার থেকে একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবে যেখানে বাড়ী নির্মিত হওয়ার পর কাস্টমার তা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিবে, যদি তা কাস্টমার প্রদত্ত শর্তাবলি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্মিত হয়ে থাকে।

২. দ্বিতীয় ইছতিসনা চুক্তি

ক. এ পর্যায়ে ব্যাংক ডেভেলপারের সাথে দ্বিতীয় একটি ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন করবে, যে চুক্তি অনুযায়ী ডেভেলপার কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী বাড়ী নির্মাণ করবে। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় ইছতিসনা চুক্তি অবশ্যই প্রথম ইছতিসনা চুক্তি থেকে পৃথক, স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হতে হবে।

খ. ডেভেলপার পরিপূর্ণ নির্মিত বাড়ী ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করবে।

গ. ব্যাংক তখন ডেভেলপারকে চুক্তিকৃত মূল্য পরিশোধ করবে।

৩. এ পর্যায়ে ব্যাংক প্রথম ইছতিসনা চুক্তি অনুযায়ী কাস্টমারকে পরিপূর্ণ নির্মিত বাড়ী সরবরাহ করবে।

৪. কাস্টমার তখন চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংককে বাড়ীর মূল্য পরিশোধ করবে এবং তা নগদ কিংবা বাকি, একসাথে বা একাধিক কিস্তিতেও হতে পারে।[৫৪]

৩. বড় বড় যন্ত্রাংশ (equipment) যোগানে ইছতিসনা বিনিয়োগ

বড় বড় মিল-কারখানার হেভি ও বড় যন্ত্রাংশ সংগ্রহের নিমিত্তে ইছতিসনা বিনিয়োগের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক প্রয়োজনীয় তহবিলের যোগান দিয়ে থাকে। এটি মূলত একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি যেখানে বিক্রেতা তথা ব্যাংক অর্ডারকারী প্রদত্ত শর্তাবলির আলোকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও সরবরাহ করার দায়িত্ব নিয়ে থাকে

[৫৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

এবং পরবর্তীতে তা চুক্তিকৃত মূল্যে ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে থাকে। বিক্রয় মূল্য যেমনিভাবে নগদ পরিশোধ করা যেতে পারে তেমনিভাবে বাকিতে একসাথে কিংবা একাধিক কিস্তিতেও পরিশোধ করা যেতে পারে। তবে উল্লেখ্য যে বাস্তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ডিলার বা যন্ত্রাংশ নির্মাণ কোম্পানীর সাথে দ্বিতীয় একটি ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন করে থাকে যা সমান্তরাল (parallel) ইছতিসনা হিসেবে পরিচিত। তাই এখানে মূলত দু'টি ইছতিসনা চুক্তি হয়ে থাকে, প্রথমটি ব্যাংক কাস্টমারের সাথে এবং দ্বিতীয়টি ব্যাংক ডিলার বা যন্ত্রাংশ নির্মাণ কোম্পানির সাথে সম্পন্ন করে থাকে।[৫৫] বড় বড় যন্ত্রাংশ যোগানে ইছতিসনা বিনিয়োগের ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া নিম্নে আলোচনা করা হলো:

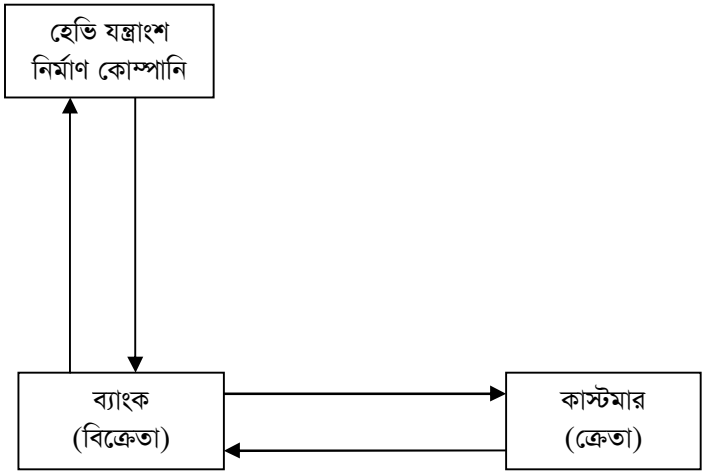

চিত্র ০৪: বড় বড় যন্ত্রাংশ যোগানে ইছতিসনা বিনিয়োগের ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া[৫৬]

১. প্রথম ইছতিসনা চুক্তি

ক. কাস্টমার ইসলামী ব্যাংকের নিকট কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখ করত যন্ত্রাংশ ক্রয় করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তহবিল যোগান দেয়ার জন্য আবেদন করবে।

খ. বাস্তবিক ক্ষেত্রে কখনো ব্যাংক কাস্টমারের সাথে একটি ওয়াকালাহ তথা এজেন্সি চুক্তি সম্পন্ন করে থাকে যেখানে ব্যাংক কাস্টমারকে তার

[৫৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
[৫৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

এজেন্ট মনোনীত করে থাকে, যাতে কাস্টমার ব্যাংকের পক্ষ থেকে যন্ত্রাংশ নির্মাণ কোম্পানীকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ করতে এবং পরবর্তীতে যন্ত্রাংশের ডেলিভারী নিতে সক্ষম হয়।

গ. ব্যাংক কাস্টমারের সাথে প্রথম ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন করে, যেখানে ব্যাংক কাস্টমারকে তার প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত যন্ত্রাংশ যোগান দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ঘ. এ পর্যায়ে ব্যাংক কাস্টমার থেকে একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবে যেখানে পরিপূর্ণ নির্মিত হওয়ার পর কিংবা সংগ্রহ করার পর কাস্টমার যন্ত্রাংশ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিবে, যদি তা তার প্রদত্ত শর্তাবলি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্মিত কিংবা সংগৃহীত হয়ে থাকে।

২. দ্বিতীয় ইছতিসনা চুক্তি

ক. এ পর্যায়ে ব্যাংক যন্ত্রাংশ নির্মাণ কোম্পানির সাথে দ্বিতীয় একটি ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন করবে, যে চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী যন্ত্রাংশ নির্মাণ করবে। উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় ইছতিসনা চুক্তি অবশ্যই প্রথম ইছতিসনা চুক্তি থেকে পৃথক, স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হবে।

খ. যন্ত্রাংশ নির্মাণ কোম্পানি নির্মিত সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করবে।

গ. ব্যাংক তখন নির্মাণ কোম্পানিকে চুক্তিকৃত মূল্য পরিশোধ করবে।

৩. এ পর্যায়ে ব্যাংক প্রথম ইছতিসনা চুক্তি অনুযায়ী কাস্টমারকে নির্মিত কিংবা সংগৃহীত যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে।

৪. কাস্টমার তখন চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংককে যন্ত্রাংশের মূল্য পরিশোধ করবে। উক্ত মূল্য নগদ কিংবা বাকি, একসাথে বা একাধিক কিস্তিতে হতে পারে।[৫৭]

৪ সমান্তরাল (parallel) ইছতিসনা চুক্তি

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো, ইছতিসনা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমান্তরাল ইছতিসনা চুক্তি একটি সুপরিচিত ও বহুল প্রচলিত নাম। এ চুক্তির ব্যবস্থাপনায় দু'টি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ইছতিসনা চুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রথম ইছতিসনা চুক্তি বিক্রেতা হিসেবে ব্যাংক এবং ক্রেতা হিসেবে কাস্টমারের মাঝে হয়ে থাকে। উক্ত চুক্তিতে ব্যাংক কাস্টমারকে তার প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত ইছতিসনা পণ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। দ্বিতীয় চুক্তি ক্রেতা হিসেবে ব্যাংক এবং

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

সরবরাহকারী হিসেবে নির্মাণ কোম্পানির সাথে হয়ে থাকে। এ চুক্তিতে ব্যাংক কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী নির্মাণ কোম্পানির সাথে পণ্য নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করে থাকে। দ্বিতীয় ইছতিসনা চুক্তি প্রথম চুক্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, অর্থাৎ: প্রথম চুক্তির দায়ভার কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয় চুক্তির উপর বর্তাবে না। সুতরাং দ্বিতীয় চুক্তির নির্মাণ কোম্পানি কোন অবস্থাতেই প্রথম চুক্তির কাস্টমারের নিকট কোন কিছুতে দায়বদ্ধ থাকবে না। সকল পক্ষই শুধুমাত্র তার সংশ্লিষ্ট চুক্তি বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ থাকবে।[৫৮] সমসাময়িক বিশ্বের মুসলিম স্কলার ও আইনবিদগণ এ সমান্তরাল চুক্তির বৈধতা দিয়েছেন। একাউন্টিং এণ্ড অডিটিং অর্গানাইজেশান ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশানস (AAOIFI) সমান্তরাল ইছতিসনার চুক্তির বৈধতা দিয়েছে। উক্ত সংস্থার ১১ নং স্টাণ্ডার্ডে বলা হয়েছে:

> It is permissible for the institution to buy items on the basis of a clear and unambiguous specification and to pay, with the aim of providing liquidity to the manufacturer, the price in cash when the contract is concluded. Subsequently, the institution may enter into a contract with another party in order to sell, in the capacity of manufacturer or supplier, items whose specification conforms to the wishes of that other party, on the basis of parallel *istisna*, and fulfill its contractual obligation accordingly. This is permissible on condition that the delivery date stipulated in the parallel contract must not precede that stipulated in the original purchase contract, and moreover, the two contracts should remain separate from each other.
>
> ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের আলোকে নির্মাণ কোম্পানি থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করা কিংবা চুক্তি হওয়ার পরে তাকে প্রয়োজনীয় তহবিলের যোগান দেয়া বৈধ। এমনিভাবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইচ্ছে করলে সমান্তরাল ইছতিসনার ভিত্তিতে তৃতীয় এক পক্ষের সাথে অপর একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে যে সংশ্লিষ্ট পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী। এ ধরনের সমান্তরাল চুক্তি বৈধ, তবে শর্ত হচ্ছে দ্বিতীয় চুক্তিতে পণ্য ডেলিভারীর তারিখ অবশ্যই প্রথম চুক্তির ডেলিভারীর তারিখের পূর্বে হতে পারবে না। উপরন্তু উভয় চুক্তি পারস্পরিকভাবে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও পৃথক হতে হবে।[৫৯]

[৫৮] ইনসেফ, *শরীয়া রুলস ইন ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সেকশানস*, পৃ. ২৪৬

[৫৯] AAOIFI, শরীয়াহ স্টান্ডার্ড নং ১১, 'ইছতিসনা এন্ড প্যারালেল ইছতিসনা', ৭/১

ইছতিসনা সুকূক: বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং এ ইছতিসনা সুকূক একটি অতি পরিচিত নাম। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত (underlying) চুক্তি হিসেবে ইছতিসনার প্রয়োগ করত ইসলামিক বিনিয়োগ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়। সাধারণত বিশাল অংকের বড় বড় প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য ইছতিসনা সুকূক ইস্যু করা হয়ে থাকে। ইছতিসনা সুকূক দু'ধরনের হতে পারে। এক প্রকার যা ইছতিসনার মাধ্যমে নির্মিতব্য পণ্যের বিক্রয় মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং দ্বিতীয় প্রকার যা ইছতিসনা এসেটের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং যে প্রকার সুকূক ইছতিসনা নির্মিতব্য এসেটের বিক্রয় মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে তা ঋণের উপর ভিত্তি করে ইস্যুকৃত (debt-based) সুকূক হিসেবে পরিগণিত হবে।[৬০] যার ফলশ্রুতিতে নির্মাণকালীন সময়ে তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট উক্ত সুকূক ডিসকাউন্ট মূল্যে বিক্রয় করা বৈধ হবে না।

ইছতিসনা সুকূকের কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ইছতিসনা সুকূক নির্মিতব্য সংশ্লিষ্ট পণ্য বা এসেটে কিংবা এসেটের বিক্রয় মূল্যে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে।
- সুকূকের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল সংশ্লিষ্ট পণ্য বা এসেটের নির্মাণকাজে ব্যয় করা হয়।
- ইছতিসনা সূকুকের বিনিয়োগকারীগণ সকল মূলধন একসাথে নগদ বিনিয়োগ করতে বাধ্য নয়; বরং নির্মাণকাজের বিভিন্ন ধাপের সাথে সঙ্গতি রেখে ক্রমান্বয়ে একাধিক কিস্তিতে বিনিয়োগ করতে পারবে।
- নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সুকূকের বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট এসেটের মালিকানা লাভ করবে এবং পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ তা ডেভেলপার কিংবা কন্ট্রাকটারের নিকট হস্তান্তর করবে। অবশ্যই ইচ্ছে করলে বিনিয়োগকারীগণ পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী ডেভেলপারের নিকট সংশ্লিষ্ট এসেট লীজও দিতে পারবে।
- যদি সংশ্লিষ্ট এসেটের নির্মাণকালীন সময়ে ইছতিসনা সূকুক সেকেণ্ডারী মার্কেটে লিস্টভুক্ত হয় তাহলে তা শুধু লিখিত মূল্যেই লেনদেন করা যাবে। যেহেতু সংশ্লিষ্ট এসেট এখনো নির্মাণাধীন তাই এ পর্যায়ে ইছতিসনা সুকূক ডিসকাউন্ট মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।[৬১]

৬০. সিকিউরিটিজ কমিশন মালয়েশিয়া, *ইসলামিক সিকিউরিটিজ (সুকূক) মার্কেট*, মালয়েশিয়া: লেক্সিজ নেক্সিজ, ২০০৯, পৃ. ৬০

৬১. ওয়ান আবদুর রহীম কামিল, *আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং সুকূক*, কুয়ালালামপুর: আইবিএফআইএম, ২০১৪, পৃ. ২৪

ইছতিসনা সুকূকের কাঠামো নিম্নে দেখানো হলো:

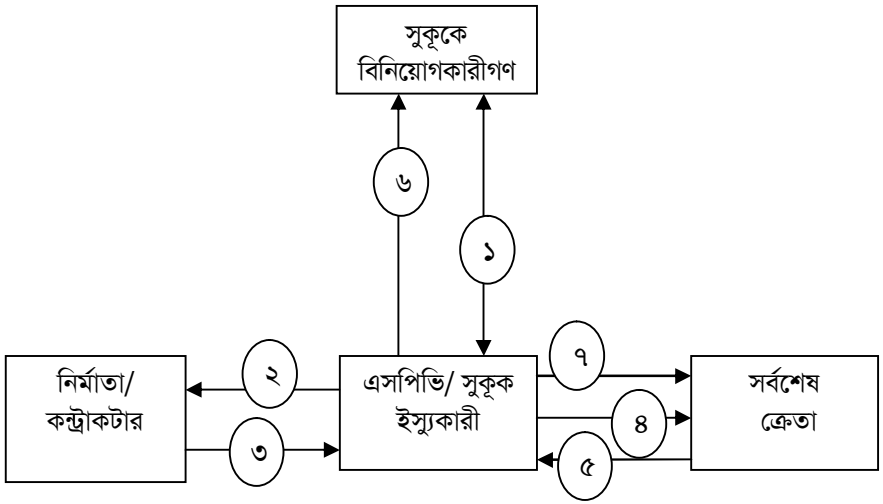

চিত্র ০৫: ইছতিসনা সুকূকের স্ট্রাকচার[৬২]

ইছতিসনা সুকূক ইস্যু করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলো নিম্নরুপ:

১. সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করার লক্ষ্যে স্পেশাল পারপাস ভেহিকল (এসপিভি) তথা সুকূক ইস্যু করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকারীদের জন্য সুকূক ইস্যু করবে। উল্লেখ্য যে, তহবিল হস্তগত হওয়ার পরই এসপিভি সুকূক ইস্যু করবে।

২. বিনিয়োগকারীদের থেকে সংগৃহীত তহবিল এসপিভি কন্ট্রাকটার কিংবা নির্মাণ কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করবে।

৩. সংশ্লিষ্ট এসেটের মালিকানা এসপিভির নিকট হস্তান্তর করা হবে।

৪. এসপিভি সংশ্লিষ্ট এসেট কাস্টমারের নিকট বিক্রয় করত এসেটের মালিকানা তার নিকট হস্তান্তর করবে।

৫. কাস্টমার চুক্তি অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে এসেটের মূল্য পরিশোধ করবে।

৬. কাস্টমার থেকে প্রাপ্ত মূল্য এসপিভি বিনিয়োগকারীদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন করবে।

৭. সর্বশেষে নির্মাণ কাজ শেষে এসপিভি সংশ্লিষ্ট এসেট কাস্টমারের নিকট হস্তান্তর করবে।[৬৩]

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

ইছতিসনা সুকূক এখন শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নয়; বরং ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক একটি বিষয়। মালয়েশিয়ার বিভিন্ন স্থানে পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের নিমিত্তে একাধিক ইছতিসনা সুকূক ইস্যু করা হয়েছে। যেমন: ২০০১ ইং সালে ৭৮০ মিলিয়ন রিঙ্গিত মূল্যের পারি পাওয়ার ইছতিসনা সুকূক, ২০০৩ সালে প্রায় ৬ বিলিয়ন রিঙ্গিত মূল্যের এসকেএস পাওয়ার ইছতিসনা মিডিয়াম টার্ম নোটস, ২০০৫ সালের মে মাসে যিমা এনার্জি ভেনছারস ইছতিসনা মিডিয়াম টার্ম নোটস, ২০০৫ সালে অগাস্ট মাসে ৫০০ মিলিয়ন রিঙ্গিত মূল্যের বায়ু পাদু ইছতিসনা বণ্ডস, ২০০৭ সালে প্রায় ২ বিলিয়ন রিঙ্গিত মূল্যের লেক্সাস ইছতিসনা সুকূক, ইত্যাদি ইছতিসনা সুকূকের কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রায়োগিক উদাহরণ।[৬৪]

উপসংহার

কোন কিছু নির্মাণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কারিগর কিংবা নির্মাতার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নাম হচ্ছে ইছতিসনা চুক্তি। ইছতিসনা চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট পণ্য অবশ্যই বাস্তবে বিদ্যমান নয় এমন হতে হবে। যদিও ইসলামী আইনে অনুপস্থিত কিংবা বিদ্যমান নয় এমন বস্তুর লেনদেন নিষিদ্ধ; তথাপিও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা এবং জনজীবন থেকে দুর্ভোগ দূর করার লক্ষ্যেই ব্যতিক্রম হিসেবে ইসলামী আইনে ইছতিসনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। রাসূল সা. নিজেও এ চুক্তি করেছেন এবং অনুমোদন দিয়েছেন। শুধুমাত্র হানাফী মাযহাব প্রত্যক্ষভাবে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র চুক্তি হিসেবে এর বৈধতা দিয়েছে। অন্যান্য সকল মাযহাব সালাম চুক্তির প্রাসঙ্গিক তথা শিল্প পণ্যে সালামের প্রয়োগ হিসেবে পরোক্ষভাবে ইছতিসনা চুক্তির বৈধতা দিয়েছে।

ইছতিসনা চুক্তির বৈধতার ক্ষেত্রে একাধিক শর্ত প্রযোজ্য, যেমন: যে সকল পণ্যে ইছতিসনা চুক্তি সমাজ অনুমোদন করে শুধুমাত্র সে সকল পণ্যে ইছতিসনা চুক্তি করা, ইছতিসনা পণ্য এবং তার মূল্য শ্রেণি, প্রকার, ধরন, গুণাগুণ, পরিমাণ ইত্যাদি বর্ণনা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত হওয়া, চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর চুক্তিকৃত মূল্যের কোন কম-বেশি না হওয়া, ইছতিসনা পণ্য নির্মাণের উপকরণ নির্মাতা কর্তৃক সরবরাহ করা এবং অর্ডারকারী তথা ক্রেতা কর্তৃক সরবরাহ না করা ইত্যাদি। আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং এ বিভিন্নভাবে ইছতিসনা চুক্তির প্রয়োগ হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, হাসপাতাল, বন্দর, পাওয়ার প্লান্ট, মহাসড়ক এবং জাহাজ নির্মাণসহ বড় বড় সকল প্রকল্পে ইছতিসনা বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তারল্য সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও ইছতিসনা সুকূক ইস্যু করার মাধ্যমে বড় বড় প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৬৪. *ইসলামিক সিকিউরিটিজ (সুকূক) মার্কেট*, পৃ. ৬১-৬৪